দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ JUL 12 1999
পৃষ্ঠা 7 কলাম 2

নানামুখী চক্রান্তের নিন্দা প্রতিবাদ অব্যাহত

মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে সকল ষড়যন্ত্র দেশবাসী রুখবেই

ইনকিলাব রিপোর্ট ঃ মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের নানামুখী চক্রান্তের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দেশপ্রেমিক দল ও সংগঠনের নিন্দা এবং প্রতিবাদ অব্যাহত রয়েছে। সভা, সমাবেশ ও বিবৃতির মাধ্যমে এসব দল ও সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সরকারের প্রতি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছেন, মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে সকল ষড়যন্ত্র এদেশবাসী রুখে দাঁড়াবেই।

জাতীয়তাবাদী ওলামা দল ঢাকা মহানগরীর আহবায়ক প্রিন্সিপাল মাওঃ নজরুল ইসলাম ও সদস্য সচিব মাওঃ মোঃ সেলিম রেজা গতকাল (রবিবার) এক বিবৃতিতে ইসলামবিদ্বেষী ভারতের সেবাদাস সরকার কর্তৃক ধর্মনিরপেক্ষতার নামে শতকরা ৯০% মুসলমানের এই দেশ থেকে মাদ্রাসা শিক্ষা তুলে দেয়ার চক্রান্তের অংশ হিসেবে দেশের বিভিন্ন মাদ্রাসার স্বীকৃতি প্রত্যাহার, এমপিওভুক্তি বাতিল এবং শিক্ষক কর্মচারীর বেতন বন্ধে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে নেতৃদ্বয় বলেন, ধর্মের লেবাস পরে ক্ষমতায় এসে জাতির সাথে প্রতারণা করে সরকার গত ৩ বছরে পর্যায়ক্রমে আমাদের ধর্মীয় অনুভূতি ও মূল্যবোধে আঘাত করে আসছে। এই লাগামহীন ইসলামবিরোধী চক্রান্তের ধারাবাহিকতায় মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ করে দেয়ার জন্য মন্ত্রণালয় থেকে সরকার সার্কুলার প্রেরণ করেছে। নেতৃদ্বয় বলেন, জাতীয় সংসদে যখন প্রশ্ন করা হয় মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যাপারে, তখন সরকার গোটা জাতিকে সাক্ষী রেখে পবিত্র সংসদে বলে, মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ হবে না বরং বাজেট বৃদ্ধি করা হবে। অথচ গোপনে মন্ত্রণালয় থেকে মাদ্রাসায় সার্কুলার জারি করে বিভিন্ন ধরনের বেতন বন্ধ করা হচ্ছে। নেতৃদ্বয় বলেন,

১১-এর পৃঃ ১-এর কঃ দেখুন

মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে সকল ষড়যন্ত্র দেশবাসী রুখবেই

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে সকল ষড়যন্ত্র এদেশের জনগণ ও তৌহিদী জনতা যে কোন মূল্যে রুখবেই।

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র পরিষদের ঢাকা মহানগরীর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হাফেজ মোহাঃ জাহিদুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মোঃ শরিফুল ইসলাম ও সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ আক্তার হোসেন এক বিবৃতিতে বলেন, কিছুদিন পূর্বে ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে সমাবেশ শেষে মিছিল করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নে আইসিপি'র জাতীয় ৭ দফা দাবী সম্বলিত স্মারকলিপি প্রদান করা সত্ত্বেও বহু দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসার স্বীকৃতি প্রত্যাহার ও এমপিওভুক্তি বাতিল এবং শিক্ষকদের বেতন বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এমনকি বহু মাদ্রাসার অনুদান বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। অথচ গত ৭ মার্চ ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে প্রধানমন্ত্রী জনতার সম্মুখে ঘোষণা দিয়েছিলেন, 'মাদ্রাসা শিক্ষা কোনদিন বন্ধ করা হবে না বরং আরও সম্প্রসারিত করা হবে।' প্রধানমন্ত্রীর নিকট আমাদের প্রশ্ন– আপনি মাত্র তিনটি মাসের মধ্যেই ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে প্রদত্ত আপনার সে মূল্যবান ঘোষণাটির কথা কি করে ভুলে গেছেন? তাই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নেতৃবৃন্দ বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে যে কোন ষড়যন্ত্র ছাত্র-শিক্ষকরা সহ্য করবে না। যে কোন উপায়ে এমনকি বুকের তাজা রক্ত দিয়ে হলেও সকল ষড়যন্ত্র রুখবোই ইনশাল্লাহ। পরিশেষে নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট মাদ্রাসাসমূহের স্বীকৃতি প্রত্যাহার, এমপিওভুক্তি বাতিল এবং শিক্ষকদের বেতন বন্ধ করার সিদ্ধান্ত বাতিল করে পূর্বাবস্থায় সবকিছু চালু রাখার জন্য এবং প্রতিটি থানায় একটি করে এবতেদায়ী মাদ্রাসাকে সরকারীকরণসহ ছয় বিভাগে ছয়টি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের শাখা স্থাপন করার জন্য জোর দাবী জানান।

লক্ষ্মীপুর থেকে জেলা সংবাদদাতা জানান, কুরআন শরীফ অবমাননা ও মাদ্রাসা বন্ধের চক্রান্তের প্রতিবাদে গতকাল রবিবার বাদ জোহর লক্ষ্মীপুর শহরে জমিয়াতুল মোদার্রেছীন ও জেলা ইমাম সমিতির উদ্যোগে এক বিরাট প্রতিবাদ সভা ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিবাদ সভায় লক্ষ্মীপুর ইমাম সমিতির সভাপতি ও চক জামে মসজিদের খতিব মাওলানা আবদুল কুদ্দুস বলেন, আজ পবিত্র কোরআন ডাস্টবিনে ফেলে মুসলমানদের ঈমান-আকিদায় আঘাত হানা হচ্ছে। অন্যদিকে আকিদার উৎস মাদ্রাসাগুলো পর্যায়ক্রমে বন্ধ করে দেয়ার গভীর ষড়যন্ত্র চলছে। যারা এসব ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, তারা সরকার, দেশ ও মুসলমানের শত্রু। জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের লক্ষ্মীপুর সভাপতি, টুমচর মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা হারুন আল-মাদানী বলেন, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন রকম ষড়যন্ত্র বৃদ্ধি পেয়েছে। শুরু হয়েছে কোরআন ও ইসলামের অবমাননা, মাদ্রাসাসমূহে হামলাসহ সারাদেশে চলছে সন্ত্রাসের রামরাজত্ব।